যায়যায়দিন

তারিখ ··· 11 JUN 2010 ···
পৃষ্ঠা ··· ৭ ··· কলাম ··· ২ ······

শিক্ষা খাতে বাজেট: বরাবরের চেয়ে ব্যতিক্রম প্রয়োজন

মোমিন মেহেদী

শিক্ষা একটি অনন্য সূত্র। এই সূত্র ধরেই সভ্যতার সুন্দর যাত্রা শুরু হয় মানব সমাজে। মানুষ উন্নতির উৎসবে মেতে উঠতে পারে; তা কেবল এ শিক্ষার মাধ্যমেই। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত; কালের ধারায় ধাবমান এই সত্যকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলতে শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছে বিশ্বের প্রতিটি বোধসম্পন্ন মানুষ। শিক্ষার সূত্র ধরে যেহেতু উন্নয়নের সিঁড়ি; সেহেতু শিক্ষা খাতে টেকসই ও সব খাতের চেয়ে গুরুত্বারোপ করা বাজেট দিয়ে থাকে বিশ্বের উন্নত দেশগুলো। কিন্তু বাংলাদেশ? বরাবরই ব্যতিক্রম। কখনো এদিক তো কখনো সেদিক। পুরোপুরি প্রত্যাশা পূরণ হয়নি কখনই শিক্ষাখাতের এ দিকটি। পূর্ণতা না পেয়ে প্রত্যয়ের চুলোয় তা আগুন জ্বালিয়ে নির্বিঘ্নে ঘুমোতে থাকে আমাদের শিক্ষা খাত; আমাদের শিক্ষাঙ্গন। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রটিকে কেউ ব্যবসা, কেউ ভরসা আবার কেউ খ্যাতির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করায় আমাদের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে প্রতিনিয়ত। জীবনের জলছবি কেউ আঁকুক আর নাই-ই বা আঁকুক আমাদের শিক্ষা খাতকে ঢেলে সাজানোর দায়িত্ব নেয়নি কেউ, কখনো। যে-ই ক্ষমতায় এসেছে বড় বড় বুলি আউড়িয়ে [illegible] গেছে স্বার্থ হাসিল করে। মাঝখানে শিক্ষার সৌন্দর্য ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, অহরহ। বাংলাদেশের মানুষ চায়, বিশ্বের [illegible] দেশগুলোতে বর্তমানে যেমন উচ্চ শিক্ষার জন্য তার সন্তান বা তাদের সন্তান যাওয়ার জন্য রীতিমতো ইঁদুর দৌড়ে অবস্থান করে; তেমনি উন্নত দেশগুলোর নতুন প্রজন্ম ও [illegible] শিক্ষার জন্য পাড়ি [illegible] তো এখন ছেঁড়া কাঁথার নিচে [illegible] স্বপ্ন দেখার মতোই সত্য। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষার বাজেটের যে অবস্থা তাতে তেমন কোনো আশানুরূপ প্রত্যাশা পূরণ হয় না। চলে আসা দীর্ঘ ধারাবাহিকের মতো এবারের বাজেট যাতে না হয়; সে লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বলছেন বিভিন্ন কথা, দিচ্ছেন মতামত, অভিমত।

অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি আর সাহিত্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের পাশাপাশি টেকসই বাজেট কামনা করছেন সাংবাদিকরাও। সেই সূত্রে শিক্ষা খাতের বাজেট প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেছেন, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই একটি জাতি দাঁড়িয়ে থাকে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়ের গুরুত্বটা উপলব্ধি করে শিক্ষা খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে। এ শিক্ষানীতি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের জন্য ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে সুনির্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ প্রয়োজন।

শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের ব্যাপারে উন্নত এবং রেভিনিউ বাজেটে শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। আমি মনে করি, ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে জাতীয় উৎপাদনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া উচিত। তবে অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাজেটে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা, প্রাথমিক শিক্ষা হলো জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণ। সর্বোপরি শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি ছাড়া আলোকিত মানুষ পাওয়া সম্ভব নয়। আর তাই, সরকারের সংশ্লিষ্টদের কাছে দাবি ২০১০-১১ অর্থবছরে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ যেন দেয়া হয়।

ড. আরেফিন সিদ্দিক মানুষের মননশীল কর্মকাণ্ডে জীবনের যতটুকু সহায়তা দেয়া সম্ভব দিয়ে এসেছেন, আর তাই তার অন্তরজুড়ে জয়ের আকুলতা। এ জয়কে আনতে আমাদের সবার সার্বিক শুভ প্রয়োজন। প্রতিদিন অন্তত একবার মন খুলে উচ্চারণ করুন 'বাংলাদেশ আমি তোমাকে ভালোবাসি।' বলতে বলতে এক সময় বলে বসবেন অ-নে-ক ভালোবাসি। আমাদের এ ভালোবাসাটা দেশ ও দেশের মানুষের আজকের এ দিনে খুব বেশি প্রয়োজন। দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকেই হয়ে যেতে পারে শিক্ষা খাতের স্বয়ং সম্পূর্ণ বাজেট। শিক্ষা খাত হয়ে উঠতে পারে জ্বলন্ত উদাহরণ। আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষাই মূল সমস্যা। এ সমাধানের জন্য যতদিন না সবার সম্মিলিত প্রয়াস প্রতিনিয়ত কাজ করবে ততদিন কিছুতেই কিছু হবে না, আবার আমরা ঐক্যবদ্ধ হই জাতীয় স্বার্থে। এ ঐক্যবদ্ধতা খুবই প্রয়োজন। প্রয়োজনের বিবেচনায় অনেক সময় এমন অনেক কিছু করতে হয় যা করলে নিজের একটু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তারপরও এগিয়ে যাওয়া উচিত উন্নতি এবং উন্নয়নের দিকে। শিক্ষা খাতের বাজেট নিয়ে আলোচনাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ বলেছেন, বাংলাদেশের মতো একটি ছোট আয়তনের বিশাল জনগোষ্ঠীর এ জনপদের জনসমূহকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করার মাধ্যম হলো শিক্ষা আর এ শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আর তাই শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে অন্তত পক্ষে জাতীয় উৎপাদনের তিনভাগ বিনিয়োগ করা জরুরি বলে আমি মনে করি। তা না হলে আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেখানেই ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে। শিক্ষা নিয়ে যে ব্যবসা শুরু করেছে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কোচিং সেন্টার আর সলিউশন সেন্টারগুলো; তা বন্ধের জন্য হলেও টেকসই পরিকল্পনা ও পর্যাপ্ত বাজেট প্রয়োজন। জাতির ক্রান্তি সময়জুড়ে যারা শিক্ষার নামে ব্যবসার ফাঁদ পেতেছে তাদের তিমিরাচ্ছন্ন চিন্তাচেতনা থেকে মুক্তি দিতে হবে বর্তমানের নতুন প্রজন্মকে। আর এ জন্য শুধু বাজেট, বাজেটই নয় পরিকল্পনা প্রয়োজনের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে অনেক আগেই। এখন শুধু পরিকল্পনা করতে হবে কীভাবে একজন ছাত্র তার শ্রেণীকক্ষেই সব পড়া বুঝে আসতে পারবে। প্রসঙ্গটি তুলে এনেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহ উদ্দীন আহমদ। তিনি বলেছেন, শিক্ষা খাতে অবশ্যই আমরা সর্বোচ্চ বরাদ্দ চাই। কাগজ-কলমেও তা দেখানো হয়। কিন্তু যেভাবে এটার ভাগাভাগি হয় তা আমাদের চিন্তিত করে, আশা করব, বর্তমান সরকার ২০১০-১১ অর্থবছরে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার, গবেষণা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সুদৃঢ়ভাবে পরিচালনার জন্য যথেষ্ট বরাদ্দ রাখবে।

শিক্ষা নিয়ে যে ব্যবসা শুরু করেছে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কোচিং সেন্টার আর সলিউশন সেন্টারগুলো; তা বন্ধের জন্য হলেও টেকসই পরিকল্পনা ও পর্যাপ্ত বাজেট প্রয়োজন। যারা শিক্ষার নামে ব্যবসার ফাঁদ পেতেছে তাদের তিমিরাচ্ছন্ন চিন্তাচেতনা থেকে মুক্তি দিতে হবে বর্তমানের নতুন প্রজন্মকে।

সাম্প্রতিক সময়ে অনেক নামকাওয়াস্তের বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে ভর্তির তোড়জোড়; কোচিং সেন্টারগুলোতে অহরহ মিথ্যের গলাবাজি আর তাই আইএলটিএসের নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিন প্রতারণা চলছে। এসবই শিক্ষা খাতে সরকারি উদাসীনতার কারণে হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন অনেকেই।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী শিক্ষাকে নিয়ে ব্যবসা প্রসঙ্গে বলেছেন, ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা এ রকম ভর্তি কোচিং অথবা স্কুল কোচিং বিশ্বের অন্য কোনো দেশে নেই। বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে ভর্তি বাণিজ্য, কোচিং বাণিজ্য, সিট বাণিজ্যের মতো ন্যক্কারজনক অধ্যায়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রতীয়মান প্রতিটি মুহূর্তের স্বচ্ছ সুন্দর রাখতে যে শিক্ষা রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, সে শিক্ষাকে করা হচ্ছে কলুষিত। 'কলুষতার অতীত থেকে বর্তমানের বিশুদ্ধ বাতাসে শিক্ষাকে আনার জন্য যতটা চেষ্টা প্রয়োজন করা উচিত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে। আগামীতে গড়ে উঠবে শিক্ষার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং তা সম্ভব কেবল পরিকল্পিত বাজেট ও সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে।

মোমিন মেহেদী : কবি ও কলাম লেখক।
mahadidu@vmail.com